# দশম অধ্যায়

# বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

*[বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৬৮ শতাংশ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত) মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১১,২৬৫ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৭,৪১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল যথাক্রমে ৪২,১৯৫.৭১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে মোট ২২,৬৯১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে। পাশাপাশি, বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সংক্রান্ত সিস্টেম লস ২০০১-০২ অর্থবছরের ২৭.৯৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.১৩ ও ১৩.৩৪ শতাংশে। এছাড়া, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ীর সরঞ্জামাদিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭২ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিষ্কৃত ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১২.৫৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১৪.৫৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এছাড়া, বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ন রিফাইনারির একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন ইউনিটসহ যার উৎপাদন ক্ষমতা দাড়াঁবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক। তবে দেশের মোট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সুবিধা প্রাপ্তি এখনও পর্যাপ্ত নয়। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে যেমন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) ও ইনডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) নির্মাণ উৎসাহিত করার জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে তা পূরণের জন্য স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ ও ২০৩০ সালে ৩৯,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। আর গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে দৈনিক ২,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান এবং গৃহীত পরিকল্পনার সফল সমাপনান্তে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়।]*

## বিদ্যুৎ খাত

একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজন অপরিহার্য। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৬৮ শতাংশ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৪৮ কিলোওয়াট ঘন্টা, যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে সারাদেশে ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রায় ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা ২০১৫ হতে ২০২১ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

## ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

### বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে সরকারি খাতে ৫,৮১২ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ৪,৬০৪ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১০,৪১৬ মেগাওয়াট। বর্তমান ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত) এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৬,২০০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৪,৫৬৫ মেগাওয়াট এবং ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১১,২৬৫ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৭,৪১৮ মেগাওয়াট (১৮ জুলাই ২০১৪ তারিখে) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত) জ্বালানির ধরণ ও মালিকানার ভিত্তিতে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা লেখচিত্র ১০.১ -এর মাধ্যমে দেখানো হল।

**লেখচিত্র ১০.১: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা**

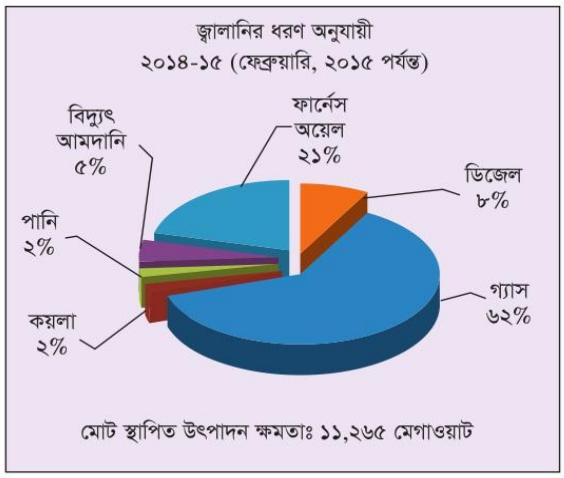


**উৎসঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

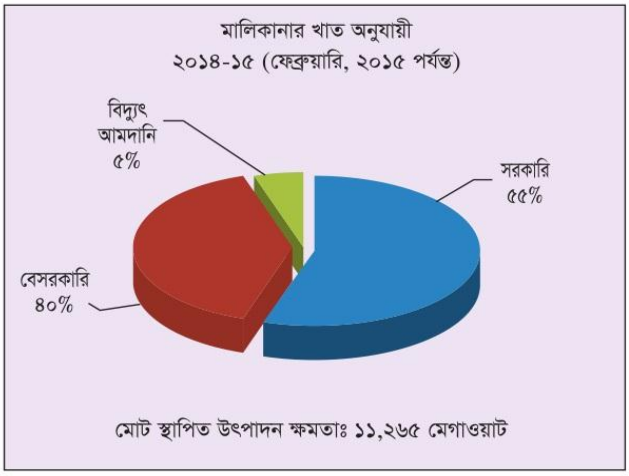


**উৎসঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

### বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ১০,৮১৯.৭৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার, বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবি) ১০,৩০২.৯৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১৫৬৮.০৬ মিলিয়ন কিলোওয়াটসহ মোট ২২,৬৯১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। মোট নিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৭.৬৮ শতাংশ সরকারি খাতে, ৪৫.৪১ শতাংশ বেসরকারি খাতে এবং ৬.৯১ শতাংশ বিদ্যুৎ আমদানি খাত হতে এসেছে। অপরপক্ষে মোট নিট উৎপাদনের ৬৮.৪০ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ১.৬১ শতাংশ পানিভিত্তিক, ২.০৪ শতাংশ কয়লাভিত্তিক, ৭.০৩ শতাংশ আমদানিকৃত বিদ্যুৎ এবং ২০.৯২ শতাংশ তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়েছে। ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল যথাক্রমে ৩৮,২৩০.২৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ৪২,১৯৫.৭১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। অর্থাৎ ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১০.৩৭ শতাংশ নিট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) জ্বালানির ধরণ ও মালিকানার ভিত্তিতে নিট বিদ্যুৎ উৎপাদন লেখচিত্র ১০.২ -এর মাধ্যমে দেখানো হলো।

লেখচিত্র ১০.২: বিদ্যুৎ উৎপাদন

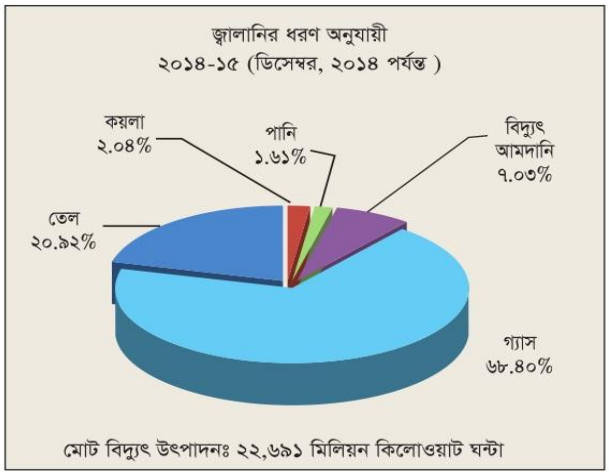


**উৎসঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

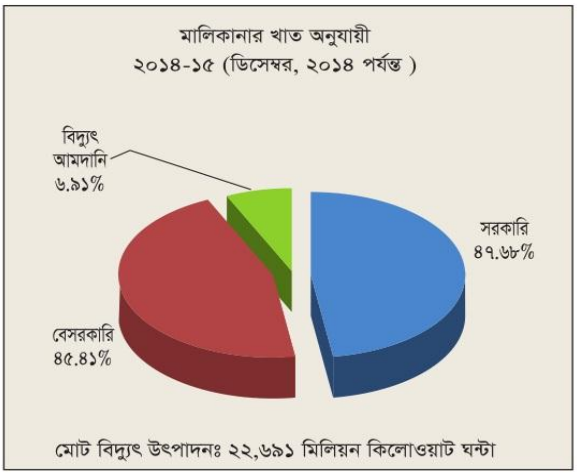


**উৎসঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

## সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও প্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতা এবং গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির জন্য গত কয়েক বছরে দেশের প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি।তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২,০৮৭ মেগাওয়াট থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৭,৩৫৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হলেও বিদ্যুৎ সংকট সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি। এখন পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫) সর্বোচ্চ ৭,৪১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.১ -এ দেখানো হল।

**সারণি ১০.১ঃ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন**

| অর্থবছর | স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট) | সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট) |
|---|---|---|
| ১৯৯৫-৯৬ | ২৯০৮ | ২০৮৭ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ২৯০৮ | ২১১৪ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ৩০৯১ | ২১৩৬ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ৩৬০৩ | ২৪৪৯ |
| ১৯৯৯-০০ | ৩৭১১ | ২৬৬৫ |
| ২০০০-০১ | ৪০০৫ | ৩০৩৩ |
| ২০০১-০২ | ৪২৩০ | ৩২১৮ |
| ২০০২-০৩ | ৪৬৮০ | ৩৪২৮ |
| ২০০৩-০৪ | ৪৬৮০ | ৩৫৯২ |
| ২০০৪-০৫ | ৪৯৯৫ | ৩৭২১ |
| ২০০৫-০৬ | ৫২৪৫ | ৩৭৮২ |
| ২০০৬-০৭ | ৫২০২ | ৩৭১৮ |
| ২০০৭-০৮ | ৫২০১ | ৪১৩০ |
| ২০০৮-০৯ | ৫৭১৯ | ৪১৬২ |
| ২০০৯-১০ | ৫৮২৩ | ৪৬০৬ |
| ২০১০-১১ | ৭২৬৪ | ৪৮৯০ |
| ২০১১-১২ | ৮৭১৬ | ৬০৬৬ |
| ২০১২-১৩ | ৯১৫১ | ৬৪৩৪ |
| ২০১৩-১৪ | ১০,৪১৬ | ৭৩৫৬ |
| ২০১৪-১৫* | ১১,২৬৫ | ৭৪১৮ |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

## বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১,০৬,৫৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেছে, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৮৩,৫২২ মিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়িয়েছে। ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.২ -এ দেয়া হল।

**সারণি ১০.২ঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার**

| অর্থবছর | প্রাকৃতিক গ্যাস (মিলিয়ন ঘনফুট) | কয়লা (১০০০ টন) | তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ফার্নেস অয়েল | এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও |
| ১৯৯৫-৯৬ | ১,০৬,৫৯৩ | - | ৭৬ | ২০০ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ১,০৭,২৪০ | - | ১২৪ | ৩০৪ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ১,২০,৩৭৬ | - | ১০৮ | ৩২০ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ১,৩৬,৮০২ | - | ৫৩ | ২৪৫ |
| ১৯৯৯-০০ | ১,৪১,৩৩০ | - | ১৩৭ | ১১০ |
| ২০০০-০১ | ১,৫১,৩১২ | - | ১১৪ | ৯২ |
| ২০০১-০২ | ১,৫১,৫৭৭ | - | ১০২ | ৬৬ |
| ২০০২-০৩ | ১,৩১,১৮০ | - | ১৫৪ | ৭৪ |
| ২০০৩-০৪ | ১,৩৪,৪৮২ | - | ২০৯ | ১১৪ |
| ২০০৪-০৫ | ১,৪২,৩২১ | - | ২৩০ | ১২৪ |
| ২০০৫-০৬ | ১,৫৩,৯২০ | ১৯০ | ২০৫ | ১৫০ |
| ২০০৬-০৭ | ১,৪৬,২৬২ | ৫১০ | ১১২ | ১১৯ |
| ২০০৭-০৮ | ১,৫০,৯৯২ | ৪৫০ | ১৩৭ | ১১২ |
| ২০০৮-০৯ | ১,৬১,০০৮ | ৪৭০ | ৯০ | ১১৩ |
| ২০০৯-১০ | ১,৬৬,৫৫৭ | ৪৮০ | ৯১ | ১২৫ |
| ২০১০-১১ | ১,৫০,০৩১ | ৪১০ | ১১৯ | ১৩৮ |
| ২০১১-১২ | ১,৫১,০৪৮ | ৪৪৯ | ১৮২ | ৬০ |
| ২০১২-১৩ | ১৭৫,৯৪৫ | ৫৯০ | ২৬৬ | ৩৫ |
| ২০১৩-১৪ | ১৮৩,৫২২ | ৫৩৯ | ৪২৪ | ১৭৫ |
| ২০১৪-১৫* | ৯৫,৮৮০ | ২৫৫ | ২২৪ | ১৫৬ |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি),বিদ্যুৎ বিভাগ। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

## ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংস্কারের পাশাপাশি পাওয়ার সিস্টেম এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ মাষ্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় বিদ্যুতের চাহিদা হবে যথাক্রমে ১৯,০০০ মেগাওয়াট ও ৩৪,০০০ মেগাওয়াট। এ চাহিদা পূরণের জন্য স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ ও ২০৩০ সালে ৩৯,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন বৃদ্ধির প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১২,০০০ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪৭৮,০০০ সার্কিট কিঃ মিঃ। আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে বর্তমান সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সার-সংক্ষেপ সারণি ১০.৩ -এ তুলে ধরা হল।

**সারণি ১০.৩ঃ ২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | সাল ২০১৫ (জানুয়ারি) | সাল ২০২১ |
|---|---|---|---|
| ১. | স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃ ওঃ) | ১০,৮৬৮ | ২৪,০০০ |
| ২. | ডিএসএম সহ বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ) | ৭,০০০-৭,৫০০ | ১৯,০০০ |
| ৩. | সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃ মিঃ) | ৯,৬২২ | ১২,০০০ |
| ৪. | গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ) | ২৩,০৮৭ | ৪৬,৪৫০ |
| ৫. | বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ) | ৩,১১,৪৮১ | ৪৭৮,০০০ |
| ৬. | গ্রাহক সংখ্যা (লক্ষ) | ১৬১ | ২০৭ |
| ৭. | মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘঃ) | ৩৪৮ | ৬০০ |

| ক্রমিক নং | বিবরণ | সাল ২০১৫ (জানুয়ারি) | সাল ২০২১ |
|---|---|---|---|
| ৮. | বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা | ৬৮% | ১০০% |

**উৎসঃ** বিদ্যুৎ বিভাগ।

**নির্মাণাধীন প্রকল্প**

সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। বর্তমানে সরকারি খাতে মোট ৪,৬৫৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৭টি এবং বেসরকারি খাতে মোট ২,২৭৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১০টি সহ সর্বমোট ৬,৯৩৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০১৫ হতে ২০১৮ সালের মধ্যে উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা যায়।

**নির্মাণাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ**

- আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিসিপিপি);
- ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (দক্ষিণ) সিসিপিপি;
- সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট);
- শাহজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল);
- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (উত্তর);
- ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট);
- এবং বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি।

**বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ**

- বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মেঃওঃ সিসিপিপি;
- মাওয়া-মুন্সিগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প;
- খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প;
- এবং আশুগঞ্জ ১৯৫ মেঃওঃ মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প।

## খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

**পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)**

বিদ্যুৎ খাতে সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়। পিজিসিবি গঠিত হবার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ।সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ২০০২-০৩ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত পিজিসিবি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৬৪.৭০ সার্কিট কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৩,০৪৪.৭০ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৬৩৩৭.০০ সার্কিট কিঃমিঃ

দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপন করে। এছাড়া পিজিসিবি ৫০০ মেঃওঃ ক্ষমতার ১টি HVDC গ্রীড উপকেন্দ্র, ৮৭৭৫ এমভিএ ক্ষমতার ১৮টি ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র, ১১,৪৯৩ এমভিএ ক্ষমতার ৮৯ টি ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করে। এর বাহিরে ৮ টি উপকেন্দ্রে ১৩২ কেভি বাসে ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং ৪৬ টি উপকেন্দ্রে ৩৩ কেভি বাসে ১৩৪০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করা করেছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ৯,৬২২ সার্কিট কিঃমিঃ, ১২৫টি গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ২৩,০৮৭ এমভিএ ও ১টি HVDC গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ৫০০ মেগাওয়াট। সারণি ১০.৪ -এ বছর ভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন দেখানো হলো।

**সারণি ১০.৪ঃ বছর ভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন**

| অর্থবছর | ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ) | ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ) | ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ) | ৪০০/২৩০ কেভি উপকেন্দ্র | | ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র | | ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | সংখ্যা | ক্ষমতা (মেঃ ওঃ) | সংখ্যা | ক্ষমতা (এমভিএ) | সংখ্যা | ক্ষমতা (এমভিএ) |
| ২০০২-০৩ | - | ১৩৬৫ | ৪৯৬১ | - | - | ৭ | ৩,১৫০ | ৬৩ | ৫,৫০৭ |
| ২০০৩-০৪ | - | ১৪৬৫ | ৪৯৬১ | - | - | ৭ | ৩,১৫০ | ৬৩ | ৫,৮১৯ |
| ২০০৪-০৫ | - | ১৪৬৬ | ৫২৫৫ | - | - | ৯ | ৩,৮২৫ | ৬৩ | ৬,১৬৫ |
| ২০০৫-০৬ | - | ১৪৬৬ | ৫৩৪০ | - | - | ৯ | ৪,৫০০ | ৬৫ | ৬,৫৭২ |
| ২০০৬-৭ | - | ১৪৬৬ | ৫৫২৯.৬ | - | - | ১০ | ৫,১৭৫ | ৭০ | ৭,২১৯ |
| ২০০৭-০৮ | - | ২৩১৪.৫ | ৫৫৩৩.৬ | - | - | ১২ | ৫,৮৫০ | ৭১ | ৭,৫২৬ |
| ২০০৮-০৯ | - | ২৬৪৪.৫ | ৫৬০৭.৬ | - | - | ১৩ | ৬,০৭৫ | ৭১ | ৭,৩৯৯ |
| ২০০৯-১০ | - | ২৬৪৭.৩ | ৫৬৭০.৩ | - | - | ১৩ | ৬,৩০০ | ৭৫ | ৭,৮৪৪ |
| ২০১০-১১ | - | ২৬৪৭.৩ | ৬০১৮ | - | - | ১৩ | ৬,৬৭৫ | ৮১ | ৮,৪৩৭ |
| ২০১১-১২ | - | ২৬৪৭.৩ | ৬০৮০ | - | - | ১৩ | ৬,৬৭৫ | ৮৩ | ৮,৭৩৭ |
| ২০১২-১৩ | - | ৩০২০.৭৭ | ৬০৮০ | - | - | ১৫ | ৬,৯৭৫ | ৮৪ | ৯,৭০৫ |
| ২০১৩-১৪ | ১৬৪.৭০ | ৩০৪৪.৭০ | ৬১২০ | ০১ | ৫০০ | ১৮ | ৮,৭৭৫ | ৮৬ | ১০,৭১৪ |
| ২০১৪-১৫ | ১৬৪.৭০ | ৩০৪৪.৭০ | ৬৩৩৭ | ০১ | ৫০০ | ১৮ | ৮,৭৭৫ | ৮৯ | ১১,৪৯৩ |

**উৎসঃ** পিজিসিবি, বিদ্যুৎ বিভাগ। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

### ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিজিসিবি বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১৯ টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ১৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এর মধ্যে ৮ টি প্রকল্প এডিপিভুক্ত ও ৫ টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

- সিদ্ধিরগঞ্জ-মানিকনগর ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্প;
- বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প;
- আমিনবাজার ওল্ড এয়ারপোর্ট ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশনস প্রকল্প ।

### গ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে পাঁচটি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি দায়িত্ব পালন করছে। যথা-

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি);

(২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি);

(৩) ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি);

(৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো);

(৫) ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাবিকো)।

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় সরকারি খাতে বর্ণিত তিনটি কোম্পানি গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনা ও সর্বোপরি রুপকল্প ২০২১ অনুযায়ী সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। নিবিড় মনিটরিং এর কারণে বিতরণ সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অধিকতর উন্নয়ন, গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

### বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হচ্ছেঃ

- ১০- শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প;
- সেন্ট্রাল জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট;
- সোলার স্ট্রীট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন প্রকল্প;
- ১.৮ মিলিয়ন নতুন সংযোগ প্রকল্প;
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বর্ধিতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল) এবং
- ২১ জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প প্রভৃতি।

### সিস্টেম লস

বিদ্যুৎ খাতে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎ অপচয় এবং সিষ্টেম লস কমানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিস্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি প্রধান সূচক। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থাসমূহের দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০০১-০২ থেকে ২০১৪-১৫ (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান সারণি ১০.৫ -এ দেখানো হলো।

**সারণি ১০.৫ঃ বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান**

| অর্থবছর | বিতরণ লস (%) | সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস %) |
|---|---|---|
| ২০০১-০২ | ২৩.৯২ | ২৭.৯৭ |
| ২০০২-০৩ | ২১.৬৪ | ২৫.৬৯ |
| ২০০৩-০৪ | ২০.০৪ | ২৪.৪৯ |
| ২০০৪-০৫ | ১৭.৮৩ | ২২.৭৯ |
| ২০০৫-০৬ | ১৬.৫৩ | ২১.২৫ |
| ২০০৬-০৭ | ১৬.২৬ | ২০.২৫ |
| ২০০৭-০৮ | ১৫.৫৬ | ১৮.৪৫ |
| ২০০৮-০৯ | ১৪.৩৩ | ১৬.৮৫ |
| ২০০৯-১০ | ১৩.৪৯ | ১৫.৭৩ |
| ২০১০-১১ | ১২.৭৫ | ১৪.৭৩ |
| ২০১১-১২ | ১২.২৬ | ১৪.৬১ |
| ২০১২-১৩ | ১২.০৩ | ১৪.৩৬ |
| ২০১৩-১৪ | ১১.৯৬ | ১৪.১৩ |
| ২০১৪-১৫* | ১১.১৯ | ১৩.৩৪ |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

২০০১-০২ থেকে ২০১৪-১৫ (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান লেখচিত্র ১০.৩ -এ মাধ্যমেও দেখানো হল।

**লেখচিত্র ১০.৩: বিদ্যুৎ সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান**

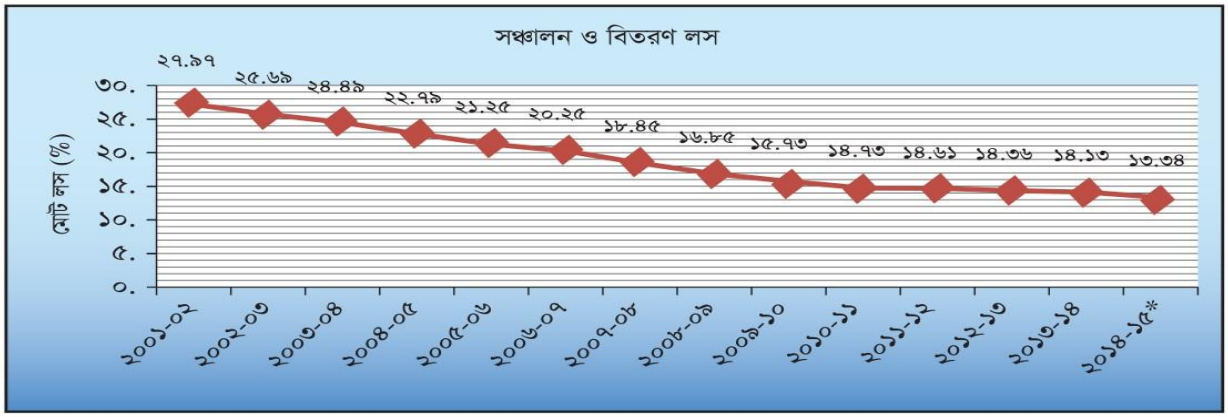


**উৎসঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

**পাওয়ার সিষ্টেম ইন্টারফেস মিটার স্থাপন কার্যক্রম**

দেশের সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে এনার্জির ইনফ্লো-আউটফ্লো এর হিসাব নিকাশে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪১০টি গ্রীড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত মিটারসমূহ এনার্জি অডিটিং কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং সিষ্টেম লস হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

**প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম**

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজিকরণসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ৪৬ হাজার এবং ডেসকো প্রায় ১৪ হাজার এবং ডিপিডিসি ১০ হাজার (প্রথম পর্যায়ে ৫ হাজার ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫ হাজার প্রক্রিয়াধীন) প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিতরণ ইউটিলিটিতে আরো ৩৫ হাজার মিটার চালু করা হবে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং মিটার রিডিং-এর নামে গ্রাহক ভোগান্তি কমে আসছে।

## ঘ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সংস্থাওয়ারি কার্যক্রম

### (১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সাথেও সম্পৃক্ত রয়েছে। বিপিডিবি'র বিতরণ সিস্টেমে ৩৩ কিলোভোল্ট, ১১ কিলোভোল্ট এবং ০.৪ কিলোভোল্টে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে বিপিডিবি'র বিতরণ লাইন ছিল ৩৫,৯৬২ কিঃমিঃ, যা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) ও

ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাবিকো) এর নিকট বিতরণ লাইন হস্তান্তরের পর ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে বিপিডিবি'র বিতরণ লাইন ৩৮,৯৩৪ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে বিপিডিবি এর গ্রাহক সংখ্যা ১১,৫৬,৬৭২

ছিল, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে ২৯,০১,২৩৫ এ দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) বিপিডিবি এর গ্রাহক সংখ্যা ৩০,১৫,০৩৬।

### বিপিডিবি'র বিদ্যুৎ বিক্রয় ও সিস্টেম লস

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ২১,০৭৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ বাল্ক হিসেবে বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানি ও বিপিডিবি'র নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলে বিক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭.৭১ শতাংশ ডিপিডিসি, ১০.৩২ শতাংশ ডেসকো, ৪১.০৯ শতাংশ বিআরইবি এবং ৬.০৯ শতাংশ ওজোপাডিকো ক্রয় করে। বাকী ২৪.৭৮ শতাংশ বিপিডিবি এর নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলে বিক্রয় করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রির পরিমাণ লেখচিত্র ১০.৪ -এ মাধ্যমে দেখানো হল।

**লেখচিত্র ১০.৪: বিভিন্ন সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রির পরিমাণ (বাল্ক বিদ্যুৎ বিক্রয়)**

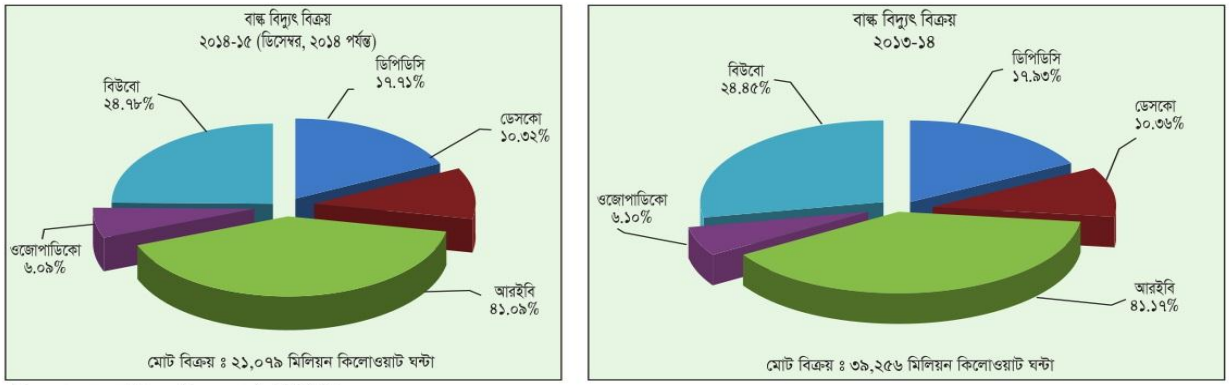


**উৎসঃ** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)।

অপরদিকে, সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বিপিডিবি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিপিডিবি'র বিতরণ লস ছিল ১১.৮৯ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ১২.৩৭ শতাংশে এ দাঁড়িয়েছে। টার্গেট অনুযায়ী বিতরণ লস ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের শেষ নাগাদ নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের বিতরণ সিস্টেম লস সারণী ১০.৬ -এ দেয়া হয়েছে।

**সারণী ১০.৬ঃ বিপিডিবি'র সিস্টেম লস**

| অর্থবছর | বিতরণ লস (বাল্ক গ্রাহক ছাড়া) |
|---|---|
| ২০০৫-০৬ | ১৯.০৬ |
| ২০০৬-০৭ | ১৬.৫৮ |
| ২০০৭-০৮ | ১৪.৪৩ |
| ২০০৮-০৯ | ১৩.৫৭ |
| ২০০৯-১০ | ১৩.১০ |
| ২০১০-১১ | ১৩.০৬ |
| ২০১১-১২ | ১২.১৫ |
| ২০১২-১৩ | ১১.৯৫ |
| ২০১৩-১৪ | ১১.৮৯ |
| ২০১৪-১৫ | ১২.৩৭ |

**উৎসঃ** বিপিডিবি। *ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

### (২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)

পল্লী উন্নয়ন তথা দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড একটি অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন পাশ হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) কর্তৃক ৭২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৫১,৯৪০ টি গ্রামে ২,৭০,২৩৬ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৯২,১৭,৭৫৪ টি আবাসিক, ১,৯৮,০৩২ টি সেচ, ৯,২২,৭২২ টি বাণিজ্যিক,

১,৪৭,২৮৩ টি শিল্প ও ১,৯৬,১৭৩ টি অন্যান্য সংযোগসহ সর্বমোট ১,০৬,৮১,৯৬৪ টি সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে লাইন নির্মাণ ও গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য চিত্র সারণি ১০.৭ -এ প্রদান করা হলো।

**সারণি ১০.৭ঃ ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি**

| অর্থবছর | বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ) | | গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| ২০০৫-০৬ | ১৪৫০০ | ১৫০৯১ | ৭৫০০০০ | ৭৪১০৯৫ |
| ২০০৬-০৭ | ৫৪৭৬ | ৪৭৬৪ | ৬৫০০০ | ৪৫৩৪২৬ |
| ২০০৭-০৮ | ৫০৪২ | ৩০৮৯ | ২৪৫০০০ | ২২৬২৫২ |
| ২০০৮-০৯ | ৬১১৬ | ৫০৬২ | ৩৬৮২৭৫ | ৪০৫৯৯০ |
| ২০০৯-১০ | ২৮৫২ | ২৭১৩ | - | ৪৬৮৫৬৩ |
| ২০১০-১১ | ২০৯৫ | ৩০২৮ | - | ২৫৯৫৪৮ |
| ২০১১-১২ | ৭৭০০ | ১০০৪৯ | - | ৭১৩৭১৩ |
| ২০১২-১৩ | ১০২২২ | ১০২৭৯ | - | ১৪২৮৯৯ |
| ২০১৩-১৪ | ১৬৯৭১ | ১৭৫৪৪ | - | ৭৫৮৯৩২ |
| ২০১৪-১৫* | ১৮৭৫০ | ৫৮৮১ | - | ৫৩২৮০৫ |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। * ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত।

## বিআরইবি'র বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিতরণ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বাংলাদেশ সরকারের একটি অবকাঠামো উন্নয়নকারী সংস্থা এবং এ কারণে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বোর্ডের কার্যক্রমের যাবতীয় অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে চলমান ২টি বিভাগীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিআরইবি'র নিজস্ব তহবিল হতে অর্থায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া Up-gradation of Rural Electricity Distribution System (UREDS) প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের পাশাপাশি বিআরইবি'র নিজস্ব তহবিল হতেও অর্থায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিপিডিবি'র নিকট থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে তা গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করে। ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয় এবং গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ পরিস্থিতি সারণি ১০.৮ -এ দেখানো হলো।

**সারণি ১০.৮ঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ**

| মাস/ বছর | বিদ্যুৎ ক্রয় (মেঃওঃআঃ) | | বিদ্যুৎ বিক্রয়/ব্যবহার (মেঃওঃআঃ) | | | | | | ৭২ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) এর গড় সিষ্টেম লস (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | গ্রীড মিটার | উপকেন্দ্র | আবাসিক | শিল্প | বাণিজ্যিক | কৃষি | অন্যান্য | মোট | গ্রীড | উপকেন্দ্র |
| জুলাই'১৩ | ১৬৭৮৪৪৯ | ১৬১৪৩৭৩ | ৭৯৬০২৯ | ৪০০৫০৪ | ১০৭৯০৭ | ৬১৫৬১ | ১৩৫৫ | ১৩৬৭৩৫৬ | ১৮.৫৩ | ১৫.৩ |
| আগস্ট'১৩ | ১৫৬৯৬৩৫ | ১৫১৫৪১০ | ৮৮৮৯৯৭ | ২৮৮৬২৭ | ১১৫৫০০ | ৪৭০৪৩ | ১৩৯১ | ১৩৪১৫৫৮ | ১৪.৫৩ | ১১.৪৭ |
| সেপ্টেম্বর'১৩ | ১৪৮৯৫৩২ | ১৪৩৯৮৬৬ | ৮১৮০৫৪ | ৩৪২০১৪ | ১০৭৫০৬ | ৪৩৯৩৯ | ১৪৭৫ | ১৩১২৯৮৮ | ১১.৮৫ | ৮.৮১ |
| অক্টোবর'১৩ | ১৪১৭৫৭৪ | ১৩৬৫০১১ | ৭৬৬৭৬৮ | ৩১১০৯৯ | ১০৮৩৩৮ | ২৭৭২৭ | ১৪৫৭ | ১২১৫৩৮৯ | ১৪.২৬ | ১০.৯৬ |
| নভেম্বর'১৩ | ১১৮০৬৮৫ | ১১৫০৩০৪ | ৬৬৪৮৬৫ | ৩১৫৩৩০ | ৯৮৬৩৫ | ২৮২৪৬ | ১৪০১ | ১১০৮৪৭৭ | ৬.১২ | ৩.৬৪ |
| ডিসেম্বর'১৩ | ১১৯১৩৬১ | ১১৫৯০৮৪ | ৫৫৪০০৬ | ৩৫৫৬০২ | ৯২৮১৯ | ৪০৯৪০ | ১৩৯১ | ১০৪৪৭৫৮ | ১২.৩১ | ৯.৮৬ |
| জানুয়ারি'১৪ | ১৩৫০৩২৯ | ১৩১২২২৭ | ৫৬৭৮৭৮ | ৩৫০৪৩২ | ৯৫৩২৪ | ১৬৯১৯৯ | ১৭০২ | ১১৮৪৫৩৫ | ১২.৩২ | ৯.৭৭ |
| ফেব্রুয়ারি'১৪ | ১৩০৩৮৯৮ | ১২৬৭৪০১ | ৫৪১৫৩২ | ৩২০৯৪৭ | ৯৩১১০ | ২২৮৬০৯ | ১৩৬৯ | ১১৮৫৫৬৭ | ৮.২৫ | ৫.৬১ |
| মার্চ'১৪ | ১৬৮৩০৭২ | ১৬২২১১৩ | ৫২৬০৩৭ | ৪১৩৩২২ | ১০০৪৪৭ | ৩৩৪৯৫৭ | ১৩২৭ | ১৩৭৬০৯০ | ১৭.৫৭ | ১৪.৪৭ |
| এপ্রিল'১৪ | ১৮২১৯২১ | ১৭৫৬২৭২ | ৭২২১৭০ | ৩৭৮৬৭৩ | ১১৬০০৪ | ৩১০৭৫৯ | ১৫৭৪ | ১৫২৯১৮০ | ১৫.১২ | ১১.৯৪ |
| মে'১৪ | ১৬৯৯৮৫১ | ১৬৪৫৫১৪ | ৮০৮৬৫১ | ৪২৭৪৮৭ | ১২০১১২ | ৯২৮৪৪ | ১৫০৪ | ১৪৫০৫৯৮ | ১৪.৬৭ | ১১.৮৫ |
| জুন'১৪ | ১৬৭৫৩২৪ | ১৬১৬৫০৩ | ৮৮১৯৫০ | ৩৬৮৭৪২ | ১২২৬৯০ | ৩৫১৯৯ | ১৫৩১ | ১৪১০১১২ | ১৪.৭ | ১১.৬ |
| **অর্থবছর ২০১৩-১৪** | **১৮০৫৯১৪১** | **১৭৪৬১৫৮৮** | **৮৪১০৬৯১** | **৪২৭০২৮৯** | **১২৭৮৩৯৩** | **১৪২১০২৩** | **১৭১৫৮** | **১৫৩৯৭৫৫৪** | **১৩.৭২** | **১০.৭৬** |
| জুলাই'১৪ | ১৯১৮৪৭৯ | ১৮৪৮২৪৫ | ৮৮২৭২৯ | ৪০১৮০৮ | ১২৬৮৪৭ | ৫৮১০৬ | ১৪৫৭ | ১৪৭০৯৪৭ | ২২.৩ | ১৯.৩৫ |
| আগস্ট'১৪ | ১৮০০৩৪৮ | ১৭৩৮৫৬০ | ১০৬৩৩২২ | ৩৪৬৪৩২ | ১৩৫৯৪২ | ৪২৪৫৬ | ১৫৩৫ | ১৫৮৯৬৮৭ | ১০.৪৫ | ৭.২৬ |
| সেপ্টেম্বর'১৪ | ১৬৪৫৭৮৩ | ১৫৯৫৭৬৬ | ৯১৬৩১০ | ২৪৫৯৮৪ | ১২৬৪৩৪ | ৩১৮৪৫ | ১৫১৩ | ১৩৩১০৮৬ | ১০.৫৫ | ৭.৭৫ |
| অক্টোবর'১৪ | ১৬৬৩৫৯২ | ১৬০৭৯৯৪ | ৯৪২০৩৫ | ৩৩৫৫৯০ | ১৩৩৫৭৯ | ৫০৩৮৬ | ১৪৯৯ | ১৪৬৩০৮৯ | ১০.৮৬ | ৭.৭৮ |
| নভেম্বর'১৪ | ১৩৪৫৭১৩ | ১৩১৩০৭৮ | ৭১৬৮০১ | ৩৫৯৫১২ | ১১৭৭০৪ | ৪৪৭৬১ | ১৪৪১ | ১২৪০২১৯ | ৬.৬৫ | ৪.৩৩ |
| ডিসেম্বর'১৪ | ১৩৪৮১০৩ | ১৩১৪৭৬২ | ৬১২২২৮ | ৩৯৬১৫১ | ১০৯৮৭৬ | ৪৮৫৮১ | ১৪০২ | ১১৬৮২৩৮ | ১২.৪৪ | ১০.২১ |
| **অর্থবছর** | **৯৭২২০১৮** | **৯৪১৮৪০৪** | **৫১৩৩৪২৫** | **২০৯৪৪৭৭** | **৭৫০৩৮২** | **২৭৬১৩৫** | **৮৮৫৫** | **৮২৬৩২৭৪** | **১৩.৩৪** | **১০.৪৬** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৪-১৫* | | | | | | | | | | |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। *ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত।

**বিআরইবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প**

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ১২টি প্রকল্পের বিপরীতে চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২,৩১১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মাধ্যমে নতুন নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হবে। এছাড়া, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু ও ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১৫টি উপজেলা কমপ্লেক্সে "Electricity in local area (Upazila Complex) by using Solar Energy" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চলমান ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ২ টি বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ১টি সুইচিং স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ০৯টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত প্রকল্প। চলমান প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পে সম্ভাব্য ব্যয় হবে প্রায় ১৯,৮১৭ কোটি টাকা। এ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ১,১০,৮৪৪ কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়ন ও ৪৪৭ টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

**বিআরইবি'র বিদ্যুৎ উৎপাদন**

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং কয়েকটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অর্থায়নে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আর পি সি এল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার শম্ভুগঞ্জে ২১০ মেগাওয়াট (কম্বাইন্ড সাইকেল) এবং গাজীপুর জেলার কড্ডায় ৫৫ মেগাওয়াট (ডুয়েল-ফুয়েল) অর্থাৎ সর্বমোট ২৬৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর রাউজানে স্থাপিত ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। পাশাপাশি, ফার্নেস ওয়েল জ্বালানি ভিত্তিক ৫৫.০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র যথাক্রমে নবাবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অপরদিকে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে বিআরইবি'র ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প ও নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে ৩২,৪৬৫টি সোলার হোম সিষ্টেম, ১টি হাই-স্কুল, বিআরইবি'র প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন ও ১৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনসহ মোট ১৭টি Roof-top PV Solar Plant, ৫ অশ্বশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন ৪০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যা হতে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের পরিমাণ প্রায় ৩.৯৫ মেগাওয়াট পিক।

**(৩) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)**

রাজধানী ঢাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) ডেসার কার্যক্রম অধিগ্রহণ করে জুলাই, ২০০৮ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

**ডিপিডিসি'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন**

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ডিপিডিসি'র অবকাঠামোগত কার্যক্রমসমূহের বিবরণ সারণি ১০.৯ -এ দেখানো হল।

**সারণি ১০.৯ঃ ডিপিডিসি'র অবকাঠামোগত কার্যক্রম**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/কিঃমিঃ* |
|---|---|---|
| ১. | ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র | ১২ টি |
| ২. | ১৩২/১১ কেভি উপকেন্দ্র | ১ টি |
| ৩. | ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র | ৪২টি |
| ৪. | ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন | ২২৮ কিঃ মিঃ |
| ৫. | ৩৩ কেভি বিতরণ লাইন | ৩৬৯ কিঃ মিঃ |
| ৬. | ১১/০.৪ কেভি বিতরণ লাইন | ৩৯৫৩ কিঃ মিঃ |
| ৭. | বিতরণ ট্রান্সফরমার | ১৫০২৮ টি |

**উৎসঃ** ডিপিডিসি। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

## ডিপিডিসি'র বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়, সিস্টেম লস, গ্রাহক সংখ্যা ও সর্বোচ্চ চাহিদা

ডিপিডিসি'র শুরুতে গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৬,৫৫,৯০৮। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯,৬৩,৩৪৮। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ডিপিডিসি'র সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল ১,১৩৭.৬৫ মেগাওয়াট যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১,২৫৮.৪৫ মেগাওয়াটে। এছাড়া, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিপিডিসি'র বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭,০২৬.৮৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ৬,৩৪০.৮৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩,৭২৭.৮৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ৩,৭১২.৮২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। অপরদিকে, সিস্টেম লসের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৯.৭৪ শতাংশ (১৩২ কেভি লেভেলে) ও ৮.৩২ শতাংশে (৩৩ কেভি লেভেলে)। সারণি ১০.৬ -এ ডিপিডিসি'র বিদ্যুৎ ক্রয় বিক্রয়, সিস্টেম লস, গ্রাহক সংখ্যা ও সর্বোচ্চ চাহিদা এর পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

**সারণি ১০.১০ঃ ডিপিডিসি'র বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়, সিস্টেম লস, গ্রাহক সংখ্যা ও সর্বোচ্চ চাহিদা এর পরিসংখ্যান**

| বিবরণ | | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১ - ১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিদ্যুৎ ক্রয় (১৩২ কেভি লেভেলে) (মিলিয়ন কিঃওঃআঃ) | | ৫৪৪২.১২ | ৫৭২৯.২৪ | ৫৯৪৫.২৬ | ৬৩২০.৬৩ | ৬৫৭০.৮১ | ৭০২৬.৮৩ | ৩৭২৭.৮৫ |
| বিদ্যুৎ বিক্রয় (৩৩ কেভি লেভেলে) (মিলিয়ন কিঃওঃআঃ) | | ৪৪৫২.৭৩ | ৪৯৭৯.৪৪ | ৫২৫১.১১ | ৫৬৫৬.৪৯ | ৫৯৪২.৬০ | ৬৩৪০.৮৯ | ৩৭১২.৮২ |
| সিস্টেম লস (শতাংশ) | ১৩২ কেভি লেভেলে | ১৮.১৮ | ১৩.০৯ | ১১.৬৮ | ১০.৫১ | ৯.৫৬ | ৯.৭৪ | ৯.৭৪ |
| | ৩৩ কেভি লেভেলে | ১৬.৮৯ | ১২.৪৩ | ১১.১৪ | ৯.৮৭ | ৯.০৭ | ৮.৯৯ | ৮.৩২ |
| গ্রাহক সংখ্যা | | ৭০০৭৯৯ | ৭৩৭৯৯৭ | ৭৩৭৪৬৮ | ৮০৬৩৫৭ | ৮৬৩১৮৪ | ৯২৫৪৩৭ | ৯৬৩৩৪৮ |
| সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট) | | ১১৩৭.৬৫ | ১১৬৯.৯০ | ১২১৫.৬৬ | ১২৮০.৩০ | ১২১৬.৯৮ | ১২২০.২২ | ১২৫৮.৪৫ |

**উৎসঃ** ডিপিডিসি। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

এছাড়া, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসারে ডিপিডিসি'র কার্যক্রমসমূহ মধ্যে রয়েছে-সচিবালয়ের ছাদে IPP (Independent Power Purchase) এর আদলে ৫০ কিঃওঃ পিক ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন; ডিপিডিসি'র বিভিন্ন নিজস্ব স্থাপনায় ৩৪.৪ কিঃওঃ পিক ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন; গ্রাহক আঙ্গিনায় মোট ১২৪০ কিঃওঃ পিক ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন; গ্রাহকগণের মধ্যে ২১ লক্ষ এনার্জি সেভিং বাল্ব বিতরণ এবং নিজস্ব অর্থায়নে ২৩,৫০০ টি এনার্জি সেভিং বাল্ব ও ২২,০০০ টি ইলেক্ট্রনিক ব্যালাস্ট স্থাপন প্রভৃতি। পাশাপাশি, অটোমেটিক রিমোট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ অটোমেশনের ব্যবস্থাসহ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

### (৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

ডেসার নিকট হতে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ইং সালে মিরপুর এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা অধিগ্রহণের মাধ্যমে ৭১,১৬১ জন গ্রাহক এবং ৯০ মেগাওয়াট Load Demand নিয়ে ডেসকোর মাঠ পর্যায়ের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তীতে বনানী, গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, দক্ষিণখান এবং গাজীপুর জেলার টঙ্গী পৌরসভার একাংশ ডেসকো কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়। এছাড়া, নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন, বালু নদীর পূর্বপার এবং উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত 'পূর্বাচল মডেল টাউন' ডেসকো এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডেসকোর বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৬,৭৭,৪৮৯ জন এবং বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ৭৮৬ মেগাওয়াট। বর্তমানে ডেসকোর ভৌগলিক এলাকার পরিমাণ ২৫০ বর্গ কিঃমিঃ। ২০১৫ সালের শেষে বিদ্যুতের এ চাহিদা দাঁড়াবে ৮৫০ মেঃ ওঃ এবং আগামী ২০২০ সাল নাগাদ ডেসকো এলাকায় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা দাঁড়াবে ১৫০০ মেঃওঃ। এ বিদ্যুৎ চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ডেসকো বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে।

### ডেসকো'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন

২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ডেসকো'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের বিবরণ সারণি ১০.১১ -এ দেখানো হলো।

**সারণি ১০.১১ঃ ডেসকো'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম**

| বিবরণ | ২০০৭- ০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯- ১০ | ২০১০- ১১ | ২০১১ - ১২ | ২০১২- ১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ | ০২ |
| ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা | ২১ | ২১ | ২১ | ২২ | ২৫ | ২৬ | ২৯ | ২৯ |
| ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট) | ৭৬০/ ১০৬৪ | ৭৬০/ ১০৬৪ | ৭৭০/ ১০৭৮ | ৮৮০/ ১২৩২ | ৯৮০/ ১৩৭২ | ১০৮০/ ১৫১২ | ১২০০/ ১৬৮০ | ১২২০/ ১৭০৮ |
| সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট) | ৫০৫ | ৫৪৫ | ৬২২ | ৬৪০ | ৭১৫ | ৭২৬ | ৭৮৬ | ৭৫৫ |
| ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃ মিঃ) | ৮২.৮ | ৮২.৮ | ৮২.৮ | ৮২.৮ | ৮২.৮ | ৮২.৮ | ৮২.৮০ | ৮২.৮০ |
| ৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন (কিঃমিঃ) | ১৮২.২ | ১৮৪.৮৪ | ২০৪.৩৭ | ২১৫.৮৮ | ২৯৪.৬১ | ৩১৬.১৯ | ৩২২.১৯ | ৩২২.১৯ |
| ১১ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃ মিঃ) | ৯১০ | ৯৫৯.২৬ | ১০১৭.৮৭ | ১০৪৪.৫৫ | ১০৮৪.০৫ | ১১২২.৪৬ | ১২০৪.১৭ | ১২৫২.৫১ |
| ১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন (কিঃ মিঃ) | ৩১৭.১০ | ৩১৮.৭২ | ৩৫০.১২ | ৩৬০.৫৪ | ৩৯০.২৯ | ৪৩৩.৮৫ | ৪৩৭.৮৫ | ৪৩৭.৮৫ |
| এলটি লাইন (কিঃ মিঃ) | ১৫১৭.৪৪ | ১৫৯১.৩৯ | ১৬৭১.৮৯ | ১৭১৭.৩৬ | ১৭৭৪.৭৪ | ১৮৩৮.৪৭ | ১৯৩৬.২০ | ১৯৬০.৪১ |
| বিতরণ ট্রান্সফরমার | ৪৪৯৭ | ৪৫৬৩ | ৪৮১০ | ৪৯৩৮ | ৫২২৭ | ৫২১৫* | ৫৬৭২ | ৫৮০৩ |

**উৎসঃ** ডেসকো। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

### ডেসকো'র বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়, সিস্টেম লস ও গ্রাহক সংখ্যা

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডেসকো'র বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,০৬৪.১৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ৩,৭২২.২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত দাঁড়ায় যথাক্রমে ২,১৭৮.০৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ২,০৪১.৪৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। এছাড়া, সিস্টেম লস কমানোর লক্ষ্যে ডেসকো শুরু থেকেই তৎপর ছিল এবং এখনো এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ডেসকো যখন ডেসার নিকট থেকে মিরপুর অধিগ্রহণ করে তখন এই সিস্টেম লসের পরিমাণ ছিল ৪৬.৬৭ শতাংশ, যা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে ২০০১-০২ অর্থবছরে ২৬.৬৬ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, ক্রমান্বয়ে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অর্জিত সিস্টেম লস ৮.৪১ শতাংশে আনা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত এ সিস্টেম লসের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬.২৭ শতাংশে। পাশাপাশি, ডেসকোর গ্রাহক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ১০.১২ -এ ডেসকো'র বিদ্যুৎ ক্রয় বিক্রয়, সিস্টেম লস ও গ্রাহক সংখ্যা এর পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

**সারণি ১০.১২ঃ ডেসকো'র বিদ্যুৎ ক্রয় বিক্রয়, সিস্টেম লস ও গ্রাহক সংখ্যা এর পরিসংখ্যান**

| বিবরণ | ২০০৭- ০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১ - ১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিদ্যুৎ ক্রয় (মিলিয়ন কিঃওঃআঃ) | ২৫৭৩.৭৬ | ২৭৪২.৯৬ | ২৯৩৩.৭২ | ৩১২২.৭৫ | ৩৪০১.৫৮ | ৩৭২৬.৩১ | ৪০৬৪.১৯০ | ২১৭৮.০২৮ |
| বিদ্যুৎ বিক্রয় (মিলিয়ন কিঃওঃআঃ) | ২২৯৩.০৩ | ২৪৭৪.৫১ | ২৬৭৩.৬৯ | ২৮৪৮.৩৮ | ৩১১১.১২ | ৩৪১১.৯১ | ৩৭২২.২৩ | ২০৪১.৪৫৯ |
| সিস্টেম লস (শতাংশ) | ১০.৯১ | ৯.৭৯ | ৮.৮৬ | ৮.৭৯ | ৮.৫৪ | ৮.৪৪ | ৮.৪১ | ৬.২৭ |
| গ্রাহক সংখ্যা | ৩৮৫০৩৭ | ৪১৫৮৪২ | ৪৪৬১২৯ | ৪৪৯০৬৩ | ৫০৪৭২৩ | ৫৭৩৩৫৬ | ৬৪১৯৩৩ | ৬৭৭৪৮৯ |

**উৎসঃ** ডেসকো। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

এছাড়া, ডেসকোর অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ডেসকোর এলাকায় ১৯,০০০টি Pre-paid Meter এবং ৪৫০টি Remote Meter স্থাপণ, বিল পরিশোধের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, ৪৫০ টি Automated Meter Reading (AMR) স্থাপণসহ বিশেষকরে সোলার প্যানেল স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ উল্লেখ্যযোগ্য। ডেসকো সৌরশক্তি ব্যবহার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় এবং ১৬টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগে মোট ১৭টি সৌরশক্তি ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ সেল খুলেছে। পাশাপাশি, ডেসকো'র নিজস্ব ৪৮টি স্থাপনায় ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ২৫.০৪ কিলোওয়াট-পাওয়ার এর সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আরও ৫৮ কিলোওয়াট এর সোলার প্যানেল স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরদিকে, গ্রাহক পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় ১৬টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৬৬৪৩টি সোলার সিস্টেম এর মাধ্যমে ৬৫৯০.৬২ কিলোওয়াট-পাওয়ার এর সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

### (৫) ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)

বিআরইবি এলাকা ব্যতীত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) -এর আওতাধীন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুরের মোট ২১ জেলা এবং ২২ উপজেলাতে ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এপ্রিল, ২০০৫ সন থেকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ওজোপাডিকো'র বিতরণ সিস্টেমে ৩৩ কিলোভোল্ট, ১১ কিলোভোল্ট, ১১/০.৪ কিলোভোল্ট এবং ০.৪ কিলোভোল্টে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয়ে থাকে।

### ওজোপাডিকো'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন

২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ওজোপাডিকো'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের বিবরণ সারণি ১০.১৩ -এ দেখানো হলো।

**সারণি ১০.১৩ঃ ওজোপাডিকো'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম**

| বিবরণ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা | ৬১ | ৬১ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ |
| ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট) | ১৪২০ | ১৫১০ | ১৫২০ | ১৫২০ | ১৫২০ |
| সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট) | ৩৫০ | ৪১৫ | ৪৩৫ | ৪৫০ | ৪৮৭ |
| ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ) | ১৫৩৫ | ১৫৭৩ | ১৫৭৩ | ১৫৭৮ | ১৬০২ |
| ১১ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ) | ১৪২৩ | ১৪৭৩ | ১৪৭৩ | ১৫৩৩ | ১৮৩৩ |
| ১১/০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ) | ২৪৬০ | ২৫০০ | ২৫০০ | ২৫৪০ | ২৬৭৮ |
| ০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ) | ৪০৮২ | ৪১৪২ | ৪১৪২ | ৪২০২ | ৪৪১৩ |
| ১১/০.৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার (সংখ্যা) | ৪৬৫০ | ৪৬৯১ | ৪৮৩৮ | ৫০৮৮ | ৫৩৮৮ |
| ১১/০.৪ কেভি ট্রন্সফরমার স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট) | ৬৯৮ | ৭৫৯ | ৭৮৬ | ৮২০ | ৮৬৬ |

### ওজোপাডিকো'র বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়, সিস্টেম লস ও গ্রাহক সংখ্যা

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ওজোপাডিকো'র বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২,৩৯৪.৭৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ২,১৩১.৮৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। অপরদিকে সিস্টেম লসের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১০.৯৪ শতাংশে। পাশাপাশি, গ্রাহক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৯০,০৮০ তে। সারণি ১০.১৪ -এ ওজোপাডিকো'র বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়, সিস্টেম লস ও গ্রাহক সংখ্যা এর পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

**সারণি ১০.১৪ঃ ওজোপাডিকো'র বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়, সিস্টেম লস ও গ্রাহক সংখ্যা এর পরিসংখ্যান**

| বিবরণ | ২০০৯-১০ | ২০১০-১১ | ২০১১-১২ | ২০১২-১৩ | ২০১৩-১৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| বিদ্যুৎ ক্রয় (মিলিয়ন কিঃওঃআঃ) | ১,৬৭৩.৫৬ | ১,৮৪২.৭৮ | ২,০২৭.৮৫ | ২,১৮৪.১২ | ২,৩৯৪.৭৭ |
| বিদ্যুৎ বিক্রয় (মিলিয়ন কিঃওঃআঃ) | ১,৪৭৭.০১ | ১,৬২৭.৯৬ | ১,৭৯৩.২৩ | ১,৯৩৮.৮১ | ২,১৩১.৮৭ |
| সিস্টেম লস (শতাংশ) | ১১.৭৪ | ১১.৬৬ | ১১.৫৮ | ১১.৩৮ | ১০.৯৪ |
| গ্রাহক সংখ্যা | ৫,৭৭,১১৬ | ৫,৯৬,০৯৫ | ৬,৬৬,৭৮৬ | ৭,৩৫,২৫৫ | ৭,৯০,০৮০ |

## ঙ. সাসটেইনেবল এনার্জি

### নবায়নযোগ্য জ্বালানি

সরকার দেশের ভবিষ্যত জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য এবং গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা কমিয়ে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও নিউক্লিয়ার এনার্জির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদরকিরণের জন্য একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA) গঠন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সারণি ১০.১৫ -এ এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হল।

**সারণি ১০.১৫ঃ এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | সোলার হোম সিস্টেম | ১৫০ মেগাওয়াট (প্রায় ৩৩ লক্ষ) |
| ২. | সরকারি /বেসরকারি অফিসে সোলার সিস্টেম | ৩ মেগাওয়াট |
| ৩. | বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবন ও শপিং মলে সোলার সিস্টেম | ১ মেগাওয়াট |
| ৪. | নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে সোলার পি ভি স্থাপন | ১১ মেগাওয়াট |
| ৫. | বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২ মেগাওয়াট |
| ৬. | বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন | ১ মেগাওয়াট |
| ৭. | বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন | ৫ মেগাওয়াট |
| ৮. | সোলার ইরিগেশন | ১ মেগাওয়াট |
| ৯. | হাইড্রো | ২৩০ মেগাওয়াট |
| | **মোট** | **৪০৪ মেগাওয়াট** |

**উৎসঃ** বিদ্যুৎ বিভাগ।

### নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের সম্প্রতি গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন রোডম্যাপ প্রণয়ন;
- ১৬০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া গ্রহণ;
- ১২টি স্থানে উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (স্রেডা) আইন, ২০১২ অনুমোদন ও স্রেডা গঠন;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে প্রায় ৪০৪ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- ৩৩ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন;
- ২০১৭ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;

- ১৯৩টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে ডিজেল চালিত সেচ পাম্পকে সোলার সেচ পাম্পে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ;
- ১০টি মিনিগ্রীড প্রকল্প গ্রহণ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে মোট ৫০টি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ।

**নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প**

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সোলার পার্ক (১৭৯ মেগাওয়াট), সোলার ইরিগেশন (১১ মেগাওয়াট), সোলার মিনিগ্রীড (১.৬২৭ মেগাওয়াট), সোলার রুফটপ (২.৩৫৯ মেগাওয়াট), বায়ু ও জল বিদ্যুৎ (১৭৫ মেগাওয়াট) প্রভৃতি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

**সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা**

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ হিসেবে '৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে "সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্দেশিকা-২০১৩" প্রণয়ন করা হয়। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসুচির আওতায় দুই ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) বাণিজ্যিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ।

(খ) সামাজিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ।

বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ সুবিধা ভোগকারীর প্রদেয় সেবা মূল্যের দ্বারা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সামাজিক প্রকল্পসমূহ সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সরকারি ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত হবে।

**বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার**

সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল কৌশল হিসেবে উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী, দক্ষ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সাথে সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চাহিদা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুতের লোড বরাদ্দ যথাসম্ভব কম রাখার জন্য সরকার সচেষ্ট। তাছাড়া নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের লোড ২ কিলোওয়াট এর বেশী হলে সোলার প্যানেল স্থাপনের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। গ্রাহকপ্রান্তে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দক্ষতা নির্ধারণের জন্য বিএসটিআইসহ বিদ্যুৎ বিভাগ সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইনকেনডিসেন্ট বাল্ব উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে CFL/LED বাল্ব উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

জ্বালানি সাশ্রয় এবং দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) আইন প্রণয়নপূর্বক স্রেডা গঠন করা হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক বিধি প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া জ্বালানি সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য Energy Efficiency & Conservation Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। JICA'র আর্থিক সহায়তায় Energy Efficiency & Conservation Master Plan প্রণয়নের কাজ চলছে।

**উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা**

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে সিদ্ধান্তের আলোকে ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপন ও HVDC বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রীড ইন্টারকানেকশন এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত কর্তৃক "Unallocated Resource" থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, মায়ানমারের

রাখাইন রাজ্যে স্থাপিতব্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৩০০ কিঃমিঃ দীর্ঘ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

### তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টর

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর একক নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য।

### প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭২ শতাংশ পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। বর্তমানে মোট প্রাথমিক প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য (P1+P2) মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ টিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১২.৫৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০১৫ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১৪.৫৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণী ১০.১৬ -এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলো।

**সারণি ১০.১৬ঃ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ**

(বিলিয়ন ঘনফুট)

| গ্যাস ক্ষেত্র | প্রাথমিক মোট মজুদ ( GIIP ) | প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ | ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ( ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) | অবশিষ্ট |
|---|---|---|---|---|
| তিতাস | ৮১৪৮.৯ | ৬৩৬৭.০ | ৩৮৯৪.০২ | ২৪৭২.৯৮ |
| হবিগঞ্জ | ৩৬৮৪.০ | ২৬৩৩.০ | ২০৮৮.৪৪ | ৫৪৪.৫৬ |
| বাখরাবাদ | ১৭০১.০ | ১২৩১.৫ | ৭৬৬.৫২ | ৪৬৫.০০ |
| নরসিংদী | ৩৬৯.০ | ২৭৬.৮ | ১৫৯.৩৮ | ১১৭.৪২ |
| মেঘনা | ১২২.১ | ৬৯.৯ | ৫১.৪৯ | ১৮.৪১ |
| সিলেট | ৩৭০.০ | ৩১৮.৯ | ২০৫.২৬ | ১১৩.৬৪ |
| কৈলাশটিলা | ৩৬১০.০ | ২৭৬০.০ | ৬৩৪.৯৭ | ২১২৫.০৩ |
| রশিদপুর | ৩৬৫০.০ | ২৪৩৩.০ | ৫৪৫.৭২ | ১৮৮৭.২৮ |
| বিয়ানীবাজার | ২৩০.৭ | ২০৩.০ | ৮০.৮৭ | ১২২.১৩ |
| ফেঞ্চুগঞ্জ | ৫৫৩.০ | ৩৮১.০ | ১১৬.৬৪ | ২৬৪.৩৬ |
| সালদানদী | ৩৭৯.৯ | ২৭৯.০ | ৬৫.৩১ | ২১৩.৬৯ |
| শাহবাজপুর | ৬৭৭.০ | ৩৯০.০ | ১০.৫১ | ৩৭৯.৪৯ |
| সেমুতাং | ৬৫৩.৮ | ৩১৭.৭ | ৯.৬৭ | ৩০৮.০৩ |
| সুন্দলপুর | ৬২.২ | ৩৫.১ | ৭.৮৪ | ২৭.৩০ |
| শ্রীকাইল | ২৩০.০ | ১৬১.০ | ২৪.৫ | ১৩৬.৪৭ |
| জালালাবাদ | ১৪৯১.০ | ১১৮৪.০ | ৮৯৬.০৮ | ২৮৭.৯২ |
| মৌলভীবাজার | ১০৫৩.০ | ৪২৮.০ | ২৬৬.৫০ | ১৬১.৫০ |
| বিবিয়ানা | ৭৪২৭.০ | ৫৭৫৪.০ | ১৮৫৪.৩৯ | ৩৮৯৯.৬১ |
| বাঙ্গুরা | ১১৯৮.০ | ৫২২.০ | ২৮৩.১১ | ২৩৮.৮৯ |
| **উৎপাদনে যায় নাই** | | | | |
| বেগমগঞ্জ | ৩৯.০ | ২১.০ | ০.০০ | ২১.০ |
| কুতুবদিয়া | ৬৫.০ | ৪৫.৫ | ০.০০ | ৪৫.৫ |
| রুপগঞ্জ | ৪৮.০ | ৩৩.৬ | | ৩৩.৬ |
| **উৎপাদন স্থগিত** | | | | |
| সাঙ্গু | ৮৯৯.৬ | ৫৭৭.৮ | ৪৮৭.৯১ | ৮৯.৮৬ |
| ছাতক | ১০৩৯.০ | ৪৭৩.৯ | ২৬.৪৬ | ৪৪৭.৪ |

| গ্যাস ক্ষেত্র | প্রাথমিক মোট মজুদ ( GIIP ) | প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ | ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ( ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) | অবশিষ্ট |
|---|---|---|---|---|
| কামতা | ৭১.৮ | ৫০.৩ | ২১.১ | ২৯.২ |
| ফেনী | ১৮৫.২ | ১২৫.০ | ৬২.৪ | ৬২.৬০ |
| **মোট** | **৩৮০১৯.২** | **২৭১২১.১৩** | **১২,৫৫৯.১৩** | **১৪,৫৬১.৯৯** |

**উৎসঃ** পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

## প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থালী খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। সারণি ১০.১৭ -এ ও লেখচিত্র ১০.৫ -এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার উপস্থাপন করা হলো।

### সারণি ১০.১৭ঃ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

| খাত/বছর | উৎপাদন | বিদ্যুৎ | ক্যাপটিভ | সার | শিল্প | চা-বাগান | ইটখোলা | বাণিজ্যিক | গ্রহস্থালী | সিএনজি | মোট ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৯০-৯১ | ১৭২.৮ | ৮২.৬ | | ৫৪.২ | ১৩.২ | ০.৭ | ০ | ২.৯ | ১০.৫ | ০ | ১৬৪.১ |
| ১৯৯১-৯২ | ১৮৮.৪ | ৮৮.১ | | ৬১.৬ | ১৩.৪ | ০.৭ | ০.২ | ২.৯ | ১১.৬ | ০ | ১৭৮.৫ |
| ১৯৯২-৯৩ | ২১০.৯ | ৯৩.৩ | | ৬৯.২ | ১৫.২ | ০.৭ | ০.২ | ২.৪ | ১৩.৫ | ০ | ১৯৪.৫ |
| ১৯৯৩-৯৪ | ২২৩.৭ | ৯৭.৩ | | ৭৪.৫ | ২০.২৬ | ০.৭ | ১.১ | ২.৮৭ | ১৫.৪ | ০ | ২১২.১৩ |
| ১৯৯৪-৯৫ | ২৪৭.৩ | ১০৭.৪ | | ৮০.৫ | ২৪.২৪ | ০.৬ | ১.১ | ২.৮৮ | ১৮.৮৬ | ০ | ২৩৫.৫৮ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ৩৬৫.৫ | ১১০.৯ | | ৯০.৯৮ | ২৭.৩১ | ০.৭২ | ০.৯৯ | ৩ | ২০.৭১ | ০ | ২৫৪.৬১ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ২৬০.৯ | ১১০.৮২ | | ৭৭.৮৩ | ২৮.৬২ | ০.৭১ | ০.৪৮ | ৪.৪৯ | ২২.৮৪ | ০ | ২৪৫.৭৯ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ২৮২.০ | ১২৩.৫৫ | | ৮০.০৭ | ৩২.৩২ | ০.৭৪ | ০.৩৯ | ৪.৬১ | ২৪.৮৯ | ০ | ২৬৬.৫৭ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ৩০৭.৪ | ১৪০.৮২ | | ৮২.৭১ | ৩৫.৭৯ | ০.৭১ | ০.৩৫ | ৪.৭১ | ২৭.০২ | ০ | ২৯২.১১ |
| ১৯৯৯-০০ | ৩৩২.৩ | ১৪৭.৬২ | | ৮৩.৩১ | ৪১.৫২ | ০.৬৪ | ০.৩৫ | ৩.৮৫ | ২৯.৫৬ | ০ | ৩০৬.৮৫ |
| ২০০০-০১ | ৩৭২.১ | ১৭৫.২৭ | | ৮৮.৪৩ | ৪৭.৯৯ | ০.৬৫ | ০.৪৪ | ৪.০৬ | ৩১.৮৫ | ০ | ৩৪৮.৬৯ |
| ২০০০-০২ | ৩৯১.৫ | ১৯০.০৩ | | ৭৮.৭৮ | ৫৩.৫৬ | ০.৭২ | ০.৫৩ | ৪.২৫ | ৩৬.৭৪ | ০ | ৩৬৪.৬১ |
| ২০০২-০৩ | ৪২১.১ | ১৯০.৫৪ | | ৯৫.৮৯ | ৬৩.৭৬ | ০.৭৪ | ০.৫২ | ৪.৫৬ | ৪৪.৮ | ০.২৩ | ৪০১.০৪ |
| ২০০৩-০৪ | ৪৫৪.৫ | ১৯৯.৪ | ৩২.০৩ | ৯২.৮ | ৪৬.৪৯ | ০.৮২ | ০.১২ | ৪.৮৩ | ৪৯.২২ | ১.৯৪ | ৪২৭.৬৫ |
| ২০০৪-০৫ | ৪৮৬.৭ | ২১১.০২ | ৩৭.৮৭ | ৯৩.৯৭ | ৫১.৬৮ | ০.৮ | ০ | ৪.৮৫ | ৫২.৪৯ | ৩.৬২ | ৪৫৬.৩ |
| ২০০৫-০৬ | ৫২৬.৭ | ২২২.৭২ | ৪৯.০২ | ৮৮.৫৮ | ৬৩.৪৪ | ০.৭৬ | ০ | ৫.২৪ | ৫৭.১৩ | ৬.৭১ | ৪৯৩.৬ |
| ২০০৬-০৭ | ৫৬২.২ | ২২১.১ | ৯৩.৪৭ | ৬২.৫১ | ৭৭.৪৮ | ০.৭৫ | ০ | ৫.৬৬ | ৬৩.২৫ | ১১.৯৯ | ৫৩৬.২১ |
| ২০০৭-০৮ | ৬০০.৮ | ২৩৪.২৮ | ৮০.২৩ | ৭৮.৬৭ | ৯২.১৯ | ০.৮ | ০ | ৬.৬ | ৬৯.০২ | ২২.৮২ | ৫৮৪.৬১ |
| ২০০৮-০৯ | ৬৫৩.৭ | ২৫৬.৩১ | ৯৪.৭ | ৭৪.৮৫ | ১০৪.৩৯ | ০.৬৫ | ০ | ৭.৪৬ | ৭৩.৭৮ | ৩১.০২ | ৬৪৩.১৬ |
| ২০০৯-১০ | ৭০৩.৬ | ২৮৩.১৫ | ১১২.৬১ | ৬৪.৭২ | ১১৮.৮১ | ০.৮ | ০ | ৮.১২ | ৮২.৬৯ | ৩৯.৩৩ | ৭১০.২৩ |
| ২০১০-১১ | ৭০৮.৯ | ২৭৩.৮ | ১২১.২ | ৬২.৮ | ১২১.৫ | ০.৮ | ০ | ৮.৫ | ৮৭.৪ | ৩৮.৫ | ৭১৪.৫ |
| ২০১১-১২ | ৭৪৩.৫ | ৩০৪.৩ | ১২৩.৫৬ | ৫৮.৩৯ | ১২৮.৪ | ০.৭৬ | ০ | ৮.৫৫ | ৮৯.১৫ | ৩৮.৫৫ | ৭৫১.৭১ |
| ২০১২-১৩ | ৮০০.৬ | ৩২৮.৮ | ১৩৪.১ | ৬০.০ | ১৩৫.৭ | ০.৮ | | ৮.৮ | ৮৯.৭ | ৩৭.৮ | ৭৯৫.৭ |
| ২০১৩-১৪ | ৮২০.০ | ৩৩৭.০ | ১৪৩.৮ | ৫৩.৮ | ১৪১.৯ | ০.৮ | ০ | ৮.৯ | ১০১.৫ | ৪০.১ | ৮২৭.৮ |
| ২০১৪-১৫ | ৪২৯.৭ | ১৪৩.২ | ৬২.৫ | ২১.৬ | ৬০.৮ | ০.৫ | ০ | ৩.৬ | ৪৩.৫ | ২২.১ | ৩৫৮.০৮৫৮ |

**উৎসঃ** পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। *ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত

### লেখচিত্র ১০.৫: খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার

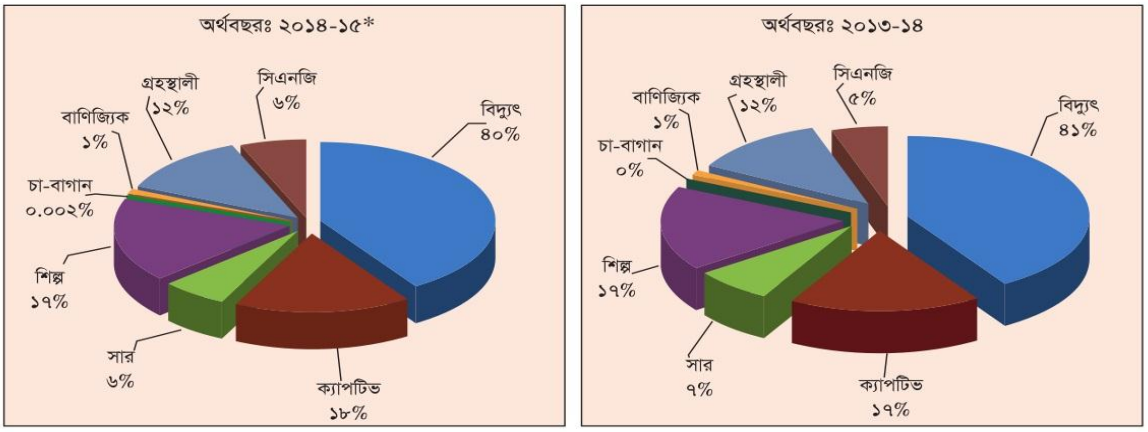


**উৎসঃ** পেট্রোবাংলা, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। *ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

## প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে দৈনিক ২,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়াও জরুরী ভিত্তিতে ৫০০ এমএসসিএফডি এলএনজি আমদানি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত পরিকল্পনার সফল সমাপনান্তে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। সারণি ১০.১৮ -এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা দেখানো হলো।

**সারণি ১০.১৮ঃ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা**

(বিলিয়ন ঘনফুট)

| খাতসমূহ | ২০১৩-১৪ (প্রকৃত) | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ |
|---|---|---|---|---|
| বিদ্যুৎ | ৩৩৭ | ৪১৬ | ৪৫৮ | ৫০৪ |
| ক্যাপটিভ পাওয়ার | ১৪৩.৮ | ২৩৪ | ২৫৮ | ২৮৪ |
| সার | ৫৩.৮ | ৯৪ | ৯৪ | ৯৪ |
| শিল্প | ১৪১.৯ | ২৫৯ | ২৮০ | ৩০৭ |
| বাণিজ্যিক | ৮.৯ | ১৩ | ১৪ | ১৪ |
| ইটখোলা | ০ | ০ | ০ | ০ |
| গৃহস্থালী | ১০১.৫ | ১৪৮ | ১৬৮ | ১৮৫ |
| চা বাগান | ০.৫১ | ১ | ১ | ১ |
| সিএনজি | ৪০.১ | ১২১ | ১৫৩ | ১৬৮ |
| সিস্টেম লস* | - | ২০ | ২০ | ২০ |
| **মোট** | **৮২৭.৮** | **১,৩০৬.৫** | **১,৪৪৪** | **১,৫৭৭** |

**উৎসঃ** পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ *নিজস্ব ব্যবহারসহ।

## খনিজ সম্পদ

বর্তমানে যে সকল খনিজ পদার্থের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয় সেগুলো হলোঃ কয়লা, পিট, খনিজ বালু, ধাতব খনিজ, সাদামাটি, সিলিকাবালু, সাধারণপাথর, বালু মিশ্রিত পাথর, চুনা পাথর ও ক্লে/শেল।

## কয়লা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লা উত্তোলনের জন্য বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ২০০৮ সালে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

## কঠিন শিলা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে বর্তমানে খনি হতে কঠিন শিলা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে।

### খনিজবালু

২০১২ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় এবং নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলায় খনিজবালু অনুসন্ধানের জন্য প্রিমিয়ার মিনারেলস লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩টি অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। লাইসেন্সসমূহের আওতায় অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

### সাদামাটি/চীনামাটি

দেশের সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সাদামাটি/চীনামাটি উত্তোলনের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো হতে কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়। বর্তমানে নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলায় মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এরূপ ইজারা রয়েছে।

### সিলিকাবালু

দেশের নির্মাণ শিল্পের জন্য সাধারণপাথর/বালুমিশ্রিত পাথর এবং কাঁচ শিল্পের কাঁচামাল সিলিকাবালু কোয়ারি ব্যবস্থাপনা খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর উপর ন্যস্ত। বর্তমানে হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলায় ২৬ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে সিলিকাবালু উত্তোলনের কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

### পিট

মাদারীপুর জেলার রাজৈর ও গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় পিট অনুসন্ধানের জন্য পদ্মা মাইনিং এন্ড এনার্জি কর্পোরেশন লিঃ, স্বাধীন বাংলা মাইনস এন্ড ইলেকট্রিসিটি লিঃ এবং রিলায়েন্স মিনারেলস এন্ড পাওয়ার লিঃ এর অনুকুলে ২০১০ সালে ৩টি অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়, যা পরবর্তীতে নবায়ন করা হয়।

### পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ন রিফাইনারির একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন ইউনিটসহ যার উৎপাদন ক্ষমতা দাড়াঁবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। গভীর সমুদ্র হতে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সারণি ১০.১৯ ও ১০.২০ -এ বিপিসি কর্তৃক ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি তথ্য দেয়া হলো।

**সারণি ১০.১৯ঃ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি**

| অর্থবছর | পরিমাণ (মেটিক টন) | সিএন্ডএফ মূল্য/মিলিয়ন মাঃ ডলার | কোটি টাকা |
|---|---|---|---|
| ২০০৫-০৬ | ১২,৫৩,২৮৫ | ৫৭৩.৬৫ | ৩,৯০১.১৬ |
| ২০০৬-০৭ | ১২,১১,০৩৭ | ৬০৪.৭৩ | ৪,১৯৬.৮৫ |
| ২০০৭-০৮ | ১০,৪০,০৮৪ | ৭৬২.০৮ | ৫,২৮৮.৮৫ |
| ২০০৮-০৯ | ৮,৬০,৮৭৭ | ৪৯৪.৪৪ | ৩,৪৩১.৪০ |
| ২০০৯-১০ | ১১,৩৬,৫৬৭ | ৬৪৬.২১ | ৪,৪৯১.৪১ |
| ২০১০-১১ | ১৪,০৯,৩০২ | ৯৭৮.৮১ | ৭,০৩৭.০০ |
| ২০১১-১২ | ১০,৮৩,৪৬৭ | ৯১৯.২৬ | ৭,০৫৩.৫১ |
| ২০১২-১৩ | ১২,৯২,১০২ | ১০৬০.৩০ | ৮,৫৩৬.৭০ |
| ২০১৩-১৪ | ১১,৭৩,৮২৫ | ৯৬৮.৫৫ | ৭,৯৫৭.২৯ |
| ২০১৪-১৫* | ৭,০৫,১৯৩ | ৪৮৭.৯৫ | ৩৮১৬.৯৬ |

**উৎসঃ** বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, * ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত

## সারণি ১০.২০ঃ পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

| অর্থবছর | জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল | | লুব্রিকেটিং অয়েল | | ফার্নেস অয়েল | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পরিমাণ (মেঃ টন) | মূল্য (কোটি টাকা) | পরিমাণ (মেঃ টন) | মূল্য (কোটি টাকা) | পরিমাণ (মেঃ টন) | মূল্য (কোটি টাকা) |
| ২০০১-০২ | ২০৭২৩০০ | ২৫৩৫.৬২ | ১৫৩১৬ | ৩০.৫৯ | | |
| ২০০২-০৩ | ২২১৩৮৯৯ | ৩৩১৯.৩৬ | ১৯১১ | ৫.১০ | | |
| ২০০৩-০৪ | ২২৬২৩৪৮ | ৪০১৫.৮১ | ৬৫১৬ | ১৮.৩৮ | | |
| ২০০৪-০৫ | ২৬৯১৭৫০ | ৭২১৩.৮৮ | ১০১৮৯ | ৩৮.১৪ | ৩৯৯৩৫ | ৬১.৫৩ |
| ২০০৫-০৬ | ২৩৮০৫৮২ | ৯৩৮২.৭৭ | ৫১৩৭ | ৩৫.৫৩ | | |
| ২০০৬-০৭ | ২৫৩৬৫৩৫ | ১০৪৪৩.২০ | ৪২৭৭ | ২৫.১৩ | | |
| ২০০৭-০৮ | ২২২৭৭৫৩ | ১৪৩৪৩.০৪ | ৫০০৬ | ২৯.৯৪ | | |
| ২০০৮-০৯ | ২৫০৭৮১৯ | ১০৯৪৫.২৪ | ৪৮২৮ | ২৩.৬৩ | ২৯৯৫৯ | ৬০.৩৮ |
| ২০০৯-১০ | ২৬৩৪২১২ | ১২০২৪.১৮ | ৭২৬২ | ৫২.০৩ | | |
| ২০১০-১১ | ২৪৮৮৪৫৬ | ২১৪০৩.৬৯ | ৪৭৪৯ | ৪৩.৭৫ | ২৩০৫২৪ | ১১২৩.১৭ |
| ২০১১-১২ | ৩৪০৯৯৩৫ | ২৭১১১.২৪ | ৪৯৮০ | ৫৩.১১ | ৬৮০৯৮২ | ৩৮১৯.০৭ |
| ২০১২-১৩ | ২৮২৭১৬০ | ২১৯৪৯.১০ | ৪৮৫৩ | ৩৮.৫৬ | ৮০৩৬০৩ | ৪৩৬৭.২৬ |
| ২০১৩-১৪ | ৩১৫৮৩৪৩ | ২৩৪৮৫.৫৬ | ০০ | ০.০০ | ১০১৬১০১ | ৫১৪৪.৬৮ |
| ২০১৪-১৫* | ১৭১৬৬১৪ | ১০৯৪৭.৮২ | ০০ | ০.০০ | ৪৭৪৯৪৬ | ২০৮৫.৪৩ |

**উৎসঃ** বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, *ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

### জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আর্ন্তজাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আর্ন্তজাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংক ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এ সংক্রান্ত তথ্য সারণি ১০.২১ -এ প্রদান করা হলো।

**সারণি ১০.২১ঃ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ**

(কোটি টাকায়)

| অর্থবছর | সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ |
|---|---|
| ২০০৮-০৯ | ১৫০০ |
| ২০০৯-১০ | ৯০০ |
| ২০১০-১১ | ৪০০০ |
| ২০১১-১২ | ৮৫৫০ |
| ২০১২-১৩ | ১৩৫৫৮ |
| ২০১৩-১৪ | ২৪৭৮ |
| ২০১৪-১৫ | ৬০০ |

**উৎসঃ** বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, * সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী।

### খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি), বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতীত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ণ ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে জিএসবি বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে। অতীত এবং চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরে বিদেশি প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূরঅনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে। ফলে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে।

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, চুনাপাথর, ভারি খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে জিএসবি'র সাফল্যের মধ্যে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার আলীহাট ইউনিয়নের চাকুপাড়া-মাসিদপুরে চুনাপাথর ও চুম্বক ধর্মীয় লোহার আকরিকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, চলনবিল এলাকায় জীবাশ্ম এর সন্ধান পাওয়া, যমুনা নদীর চর এলাকায় ভারী মনিকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ উল্লেখযোগ্য। জিএসবি'র আবিস্কৃত খনিজ সম্পদ সরকারের রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বর্হিঃসমুদ্র সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বাংলাদেশের দাবীর পক্ষে ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক তথ্য/ উপাত্ত ও প্রমাণাদি সরবরাহ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে অবদান রেখেছে। সারণি ১০.২২ -এ বাংলাদেশে আবিষ্কৃত খনিজসম্পদ এবং পরিমাণ (সম্ভাব্য) দেখানো হল।

**সারণি ১০.২২ঃ বাংলাদেশে আবিষ্কৃত খনিজসম্পদ এবং পরিমাণ (সম্ভাব্য)**

| খনিজের নাম | ক্ষেত্রের সংখ্যা | পরিমাণ (সম্ভাব্য) মিঃ টন |
|---|---|---|
| কয়লা | ৪ | ১৬৭১ (৩১৫০০) |
| পিট | ৬ | ২০০ |
| চুনা পাথর | ৩ + | ১২৯ |
| সাদা মাটি | ৩ | ৪০ |
| কাঁচবালি | ৫ | ১১৬ |
| কঠিন শিলা | ১ + | ১১৫ + |
| ভারী খনিজ | - | - |

**উৎসঃ** বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

### কারিগরি সহায়ক শক্তি

হাইড্রোকার্বন ইউনিট তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন ও এ সম্পর্কিত বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ, খসড়া কয়লানীতি চূড়ান্তকরণ, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ, উৎপাদন বণ্টন, বিভিন্ন চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, খনি এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিস্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন এবং "Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্বালানি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থায় মতামত প্রদান এবং মন্ত্রণালয়ের Think Tank হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

### বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক ও পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের আওতায় বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, গ্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিপজ্জনক পদার্থের আমদানি, মজুদ, পরিবহন, হ্যান্ডলিং ইত্যাদি বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা/প্রাঙ্গণ/মজুদাগার পরিদর্শনপূর্বক লাইসেন্স/অনাপত্তি প্রদান এবং পরীক্ষাগারে বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

প্রাকৃতিক গ্যাসের নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত) বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে ১,৩২,৪৬২ টি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় বিভিন্ন কারখানায় ও ব্যক্তি পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ৫৬১টি বিভিন্ন ধরনের

পেট্রোলিয়াম মজুদের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, সিসমিক সার্ভে সম্পন্নকরণের জন্য জাতীয় গ্যাস কোম্পানি মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিগুলির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ৮০,০০০ কেজি বিস্ফোরক (পাওয়ার জেল) ও ৯০,১৫০ পিস ডেটোনেটর, ৬১ মেট্রিক টন ইমালশন, ১০টি চার্জ, ৩০০পিস বুস্টার, ৮০,০০০ টি ডেটোনেটিং কার্ড আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স, বিস্ফোরক আমদানির ৭টি, বিস্ফোরক মজুদের ২টি এবং বিস্ফোরক পরিবহনের ১০টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ৪৯টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ৫২ টি নিশ্চিদ্রতা পরীক্ষণ কার্যক্রম অনুমোদন করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ ক্র্যাপিং এর পূর্বে ৫১৫০টি ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে। বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের অধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৩৫৯টি ক্ষেত্রে আলামত (বোমা) পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, বিস্ফোরক পরিদপ্তরে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪.১৮ কোটি টাকা ও ব্যয় হয়েছে ০.৫৯ কোটি টাকা।

**জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি কার্যক্রম**

এনার্জি খাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জ্বালানি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি এবং এখাতে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

**গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনঃ** গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনে দেশীয় কোম্পানির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ২০০৯ সালে প্রাকৃতিক গ্যাসের গড় মূল্যহার ১১.২২ শতাংশ বৃদ্ধি করে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিল যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সে লক্ষ্যে পরবর্তীতে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত এ তহবিলে ৪,২২৮.৫০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। এ তহবিলের অর্থ দিয়ে পেট্রোবাংলা কর্তৃক ২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩,৮৪১.৩৯ কোটি টাকার ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

**বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল গঠনঃ** বিদ্যুৎ সেক্টরে দেশীয় কোম্পানির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধি করে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যের ৫.১৭ শতাংশ পরিমাণ অর্থ দিয়ে কমিশন ২০১১ সালে 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল' গঠন করে। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত এ তহবিলে মোট ২,৮৫৭ কোটি টাকা জমা হয়েছে। এ তহবিল দিয়ে হবিগঞ্জের বিবিয়ানায় দেশে প্রথমবারের মতো নিজস্ব অর্থায়নে পিডিবি'র তত্ত্বাবধানে ২,৬০০ কোটি টাকার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

**বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসঃ** বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসের জন্য বিইআরসি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের বিভিন্ন রেগুলেটরী পদক্ষেপের ফলে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৪.৩৩ শতাংশ বিদ্যুতের সিস্টেম লস থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১১.৯৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে আনুমানিক ৪৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

**লাইসেন্স প্রদানঃ** কমিশন ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত এনার্জি সেক্টরে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করেছে। তার মধ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরে ১,৭৪৫ টি, গ্যাস সেক্টরে ২৬২ টি এবং পেট্রোলিয়াম সেক্টরে ১৮১ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

**অন্যান্য কার্যক্রমঃ** কমিশন কর্তৃক অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে Uniform System of Accounts প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ, এনার্জি ইফিসিয়েন্সি, কো-জেনারেশন, এনার্জি অডিট, বিরোধ নিষ্পত্তি, বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং নির্ধারণ, ফিড-ইন-ট্যারিফ নির্ধারণ এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য।

**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বিপিআই তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও পেশাজীবীদের কারিগরী, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ২১টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ২টি ওয়ার্কসপ এর মাধ্যমে সেনাবাহিনী এবং তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতে কর্মরত মোট ৫২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিপিআই, পেট্রোবাংলা, বাপেক্স এবং জাপানে MOECO ও JGI এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ‘‘Joint Research for the Petroleum System Analysis in Surma Basin’’ বিষয়ক ৪টি পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তেল ও গ্যাস প্রাপ্তির কোষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।